04-10-20

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল হক, কামিল(হাদিস,আদব)/এম.এ(ইসলাম শিক্ষা,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)/এম.এড
পিতা: মো:মোহর আলী প্রধান, মাতা: আজিমুন নেছা,
জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৬১
প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক
مَرْكَزُ الْأَبْحَاثِ الإسلاميَّةِ بَيْتُ الْعِلِّيِّيْنَ
Baitulilliyeen Islamic Research Center
বাইতুলইল্লিয়্যিন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত) সম্পর্কীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)
চরগোয়ালদী (মেঘনা নদীর পাড়),মঙ্গলেরগাঁও,সোনারগাঁও,নারায়ণগঞ্জ।
প্রতিষ্ঠাকালঃ ২রা সেপ্টেম্বর,২০০৫ ইং,১৮ ই ভাদ্র, ১৪১২ বাংলা,২৭ রজব, ১৪২৬,শুক্রবার।
অধ্যক্ষ, বন্দর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা,বন্দর,নারায়ণগঞ্জ ।
সাবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া রহমানিয়া ফাযিল মাদরাসা,মিরসরাই,চট্টগ্রাম।
সাবেক অধ্যক্ষ, খাতিয়া-বন্দান ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা,সদর,গাজীপুর।
সাবেক উপাধ্যক্ষ, কালাদী শাহাজ উদ্দিন জামেয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা,রূপগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ।
সাবেক অধ্যক্ষ, বক্তাবলী ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা,সদর,নারায়ণগঞ্জ ।
সাবেক অধ্যক্ষ, গজারিয়া বাতেনিয়া আলিম মাদরাসা,গজারিয়া,মুন্সীগঞ্জ ।
Website : www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net, Email : nhaq405@gmail.com,
FB: Muhammad Nurul Haq
Mobile : 01911750627,01707750627,01842750627, 01611750627, 01511750627,

(কাশফুল মুবহাম)

১ম খন্ড

كَشْفُ الْمُبْهَمِ (عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)

"কাশফুল মুবহাম" (আলা দও'ই আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত)

(আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'তের আলোকে)#"জটিল বিষয়ের সমাধান"#

গ্রন্থ প্রণেতাঃ-অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল হক, এম.এম/এম.এ

বিষয়ঃ-"উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের ইসলামী সঠিক সমাধানের পদ্ধতি" প্রসঙ্গে আলোচনা।

উদ্দেশ্যঃ-মুসলিম মানুষগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করণ ।

সূচনাঃ **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ,** মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি অসংখ্য প্রশংসা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর অগণিত দরূদ ও সালাম প্রেরণের পর(**اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ و آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ**) অত্র গ্রন্থ প্রণয়নে হাত দিলাম। মহান আল্লাহ তাআ'লাই তৌফিক দাতা। মুসলিম উম্মার অনেক সম্মাণিত জ্ঞানী-গুণী মনীষীবৃন্দ মুসলিম মানুষের জ্ঞানরাজ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করবার জন্য এ রকম অনেক অনেক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অমার এ গ্রন্থখানাও এ পথের জন্য একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র । এ গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "মুসলিম উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের ইসলামী সঠিক সমাধানের পদ্ধতি" প্রসঙ্গে আলোচনা। এতদুদ্দেশ্যে সঠিক ও নিরপেক্ষ সমাধানের মানসেই এ গ্রন্থ রচনার শুভ কার্যে নিজেকে নিবেদিত করলাম । যেহেতু এ গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "মুসলিম উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের ইসলামী সঠিক সমাধানের পদ্ধতি" প্রসঙ্গে আলোচনা সেহেতু সেই দৃষ্টিকোন থেকে গ্রন্থটির নাম রাখা হলঃ

كَشْفُ الْمُبْهَمِ (عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وألْجَمَاعَةِ)

"কাশফুল মুবহাম"(আলা দও'ই আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত)

(আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'তের আলোকে) #"জটিল বিষয়ের সমাধান"#

গ্রন্থখানা রচনায় উৎসাহ-উদ্দীপনায় আছেনঃ

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ(আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত)সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আমার সহধর্মিনী/স্ত্রী **তাসলিমা বেগম**(মরহুমা/পরলোকগত- ইনতিকাল দিবস ও তারিখঃ ২৯ মার্চ, ২০১৯, রোজ শুক্রবার, বেলা প্রায় সকাল ৯টা) আমাকে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে এমনভাবে প্রস্তুত করলেন যার ফলশ্রুতিতে মহান আলালাহ তাআ'লার পক্ষ হতে আমার কলব বা অন্তরে সৃষ্ট এক স্বর্গীয় অনূপ্রেরণার মধ্য দিয়ে তিনি আমার পার্শ্বে থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়েই অত্র গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন ।কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশনার পুর্বেই তিনি ইনতিকাল করেছেন (**إِنَّا لِلَّهِ و إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ**) । আমি তাঁর বিদেহী আত্মার রহমত ও মাগফিরাত এবং জান্নাত কামনার জন্য সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি সবিনয় আবেদন করছি এবং আমিও তাঁর প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিদেহী আত্মার রহমত ও মাগফিরাত কামনায় এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করে তাঁর জন্য জান্নাত কামনা করছি। আল্লাহুম্মা আমিন ! **اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ و آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ**

গ্রন্থখানা রচনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ

**প্রতিদিন আমি এই গ্রন্থটি লিখতে বসার পূর্বে আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামার উপর কয়েক মর্তবা দরূদ-সালাম পরে আল্লাহ তাআ'লার নিকট এই বলে দুআ' করি যে, হে আল্লাহ তাআ'লা, এই গ্রন্থটিতে কোন সংশোধন,সংযোজন ও বিয়োজন করার থাকলে তা আমার অন্তরে ইলহাম করে দিন এবং সেই অনূযায়ী তা লিখবার তাওফীক দিন । আমার দুআ'র ফলশ্রুতিতে আমার মনে হল যেন মহান আল্লাহ তাআ'লা তিনি তাঁর অপরিসীম দয়া-কৃপা ও মেহের বাণীতে আমার দুআ' কবুল করেছেন ।আমার দুআ' কবুল হওয়ার নিদর্শন এই যে,এই গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট কোন আলিম-উলামার লিখিত কোন গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়নি বরং **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "**(খাইরুল কুরুনিছ্‌ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মুসলিম হিসেবে শধু পবিত্র কুরাআন ও হাদিস শরীফের উপর নির্ভর হয়েই এই গ্রন্থখানা রচনা করেছি। এই গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হাদিস শরীফের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে বিধায় প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে কোন কিছু গ্রহণ-বর্জনের জন্য **أُصُوْلٌ বা মূলনীতি** হিসেবে গণ্য । এই গ্রন্থখানা কোন ওয়াজ-নসিহতের গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার হবেনা ।বর্তমান গ্রন্থটি ১ম খন্ড হিসেবে অভিহিত হবে । পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ওয়াজ-নসিহতসম্বলিত ২য় খন্ড প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা মহান আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা ।

** **গ্রন্থখানা রচনায় তত্ত-উপাত্ত, তথ্য সংগ্রহে আছেনঃ**

এই গ্রন্থটির রচনার কার্যে দূর্লভ গ্রন্থসমূহ>>যেমন মুসান্নাফু আবি শায়বা (জন্ম-ইনতিকাল-১০৯-২৩৫), মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক (জন্ম-ইনতিকাল-১২৬-২১১), মুসনাদু আহমাদ (জন্ম-ইনতিকাল-১৬৪-২৪১), আল মু'জামুল কাবির,তাবারানী (জন্ম-ইনতিকাল-২৬০-৩৬০), আল মু'জামুল আওসাত,তাবারানী (জন্ম-ইনতিকাল-২৬০-৩৬০, সুনানে দারেমি- প্রণেতার নাম-অব্দল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ এবং বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ)<<গবেষণা করে বিভিন্ন তত্ত-উপাত্ত, তথ্য ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল বিপুল সংখ্যক হাদিস শরীফসমূহ সংগ্রহ করে দিয়েছেন মাওলানা **মো: কামরুল হক**,পিতা: মো: মোহর আলী প্রধান **সাবেক অধ্যক্ষ** (ভারপ্রাপ্ত), সোনারগাঁ জি,আর ইনষ্টিটিউশন স্কুল এন্ড কলেজ,সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, **সাবেক প্রধান শিক্ষক**, দেওভোগ হাজী উজির আলী উচ্চ বিদ্যালয়,সদর,নারায়ণগঞ্জ, **সাবেক প্রধান শিক্ষক**,পাঁচগাঁও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াইহাজার,নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৯১১৪২০৮৪৮ ।

গ্রন্থখানার পরিমার্জনা ও সমীক্ষার কাজটি করেছেনঃ

এই গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত দেখেছেন এবং পরিমার্জনা ও সমীক্ষার কাজটি করেছেন **মাওঃ মুহাম্মদ আবু তালেব মিয়া,** এম.এম/এম.এ, পিতা: মুহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া, সিনিয়র শিক্ষক ও হেড মাওলানা, ডগাইর রুস্তম আলী উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রাম: ডগাইর পূর্ব পাড়া, ডাকঘর: সারুলিয়া, থানা: ডেমরা, জেলা: ঢাকা ।

গ্রন্থখানা প্রকাশার জন্য আর্থিক সহযোতিায় আছেনঃ

মো: আতাউর রহমান (সেলিম), ধর্মীয় শিক্ষক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পিতা:-মো: ইয়াছিন সিকদার, গ্রাম:-ভবের চর, পো:-ভবের চর, উপজেলা:-গজারিয়া, জেলা:-মুন্সীগঞ্জ ।

গ্রন্থটি কম্পিউটারে কম্পোজ করেছেনঃ

গ্রন্থ প্রণেতাঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল হক, এম.এম/এম.এ স্বয়ং নিজেই । মোবাইল: ০১৯১১৭৫০৬২৭ ।

গ্রন্থটির পুনর্বিন্যাসের কাজটি করেছেনঃ

মো: ফেহাদ হোসেন(হিমন), সি. এ (সি. সি), বি. বি. এ (ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) পিতা: মো: আব্দুল মতিন, গ্রাম: গোবিন্দপুর, পো: সাবদি বাজার, উপজেলা: সোনার গাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ ।

গ্রন্থটির রিভিউ তথা পুনর্বিবেচনার কাজটি করেছেনঃ

গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের রিভিউ তথা পুনর্বিবেচনার কাজটি করেছেন হযরত মাওলানা **মুফতী মো: মহিউদ্দিন,** আরবী প্রভাষক, বন্দর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

এ গ্রন্থটি পড়ার জন্য

مَرْكَزُ الْأَبْحَاثِ الإسلاميَّةِ بَيْتُ الْعِلِّيِّيْنَ

Baitulilliyeen Islamic Research Center

বাইতুলইল্লিয়্যিন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত)সম্পর্কীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)

চরগোয়ালদী (মেঘনা নদীর পাড়), মঙ্গলেরগাঁও, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ,মোবাইলঃ **01911750627,** এর ওয়েবসাইট..**www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net** দেখার জন্য সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি বিশেষ অনূরোধ রইল ।এই গন্থের যে কোন অংশ বা বিশেষ বর্ণনা গ্রন্থের নাম এবং গন্থের লিখকের নাম উল্লেখ করে যে কোন পাঠক কোন বিষয় প্রমাণে বা উদাহরণ দিতে গিয়ে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন । এতে গ্রন্থ প্রণেতার কোন আপত্তি নেই ।

পরিশেষে সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনূরোধ এই যে, যদি অত্র গ্রন্থের যে কোন ভুল আপনাদের নিকট পরিলক্ষিত হয় বা আমার যে কোন মতামত আপনাদের নিকট দূর্বোধ্য বলে বিবেচিত হয় বা যে কোন ত্রুটি আপনাদের দৃষ্টি গোচর হয় তবে আপনারা আমাকে অবহিত করলে বা যে কোন সু-পরামর্শ দিলে আমি উহা সাদরে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে বা উপরে বর্ণিত ওয়েব সাইটে পরিমার্জন সহকারে প্রকাশ করব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা । আমার এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলোর আলোচনা যদি মুসলিম জাতির সামান্যতম উপকারে আসে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব ।

হে মহান আল্লাহ তাআ'লা! আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আপনি আমার এ গ্রন্থটি কবুল করুন, এর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে দিন, মুসলিম জাতির কল্যাণ করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এ গ্রন্থখানা আমার সফলতা এবং অমার পরিবারবর্গ, আপনজনসহ শুভাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব সকলের বেহেস্তে প্রবেশের এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় করে দিন। আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাওফিক দাতা।

" كَشْفُ الْمُبْهَمِ "(কাশফুল মুবহাম) বইটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিনা মূল্যে পেতে হলে Website এ প্রদত্ত Registration Form যথাযথ পূরণ করে ১৫০ টাকা হাদিয়া প্রদান সাপেক্ষে প্রেরন করা হবে।

বইটির নামঃ

(عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) " كَشْفُ الْمُبْهَمِ "(কাশফুল মুবহাম) [আলা দও'ই আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত](আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'তের আলোকে)

▓ "জটিল বিষয়ের সমাধান" ▓

বইটির পৃষ্ঠার পরিমাণঃ ৫৬৬+১=৫৬৭ পৃষ্ঠা, বইটির হাদিয়া মূল্যঃ ৭৫০ টাকা, বইটির কাগজের পাতাঃ অফসেট পেপার, টাকা পাঠানোর বিকাশ নাম্বারঃ ০১৯১১৭৫০৬২৭ ।

Website : www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net

৩২৫ নং পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত দুটি হাদিস শরীফখানা হচ্ছেঃ---

[(4607) ابو داود، + (17419) مسند أحمد، – [১ নং হাদিস শরীফ] "اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثِةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" عَنِ العرباض

(অর্থঃ-(রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন) তোমরা (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদআত , সকল বিদআত (" بِدْعَةٌ") তথা "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই" [1] ভ্রষ্টতা, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে , আবু দাউদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭ ।

(4606) ابو داود، + (26673) مسند أحمد، عَنْ عَائِشَةَ –

[২ নং হাদিস শরীফ] " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "

(অর্থঃ- যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু(নতুন আইন) সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য,মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬ ।)

৩২৫ নং পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত দুটি হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) এবং "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণমূলক অর্থঃ----------

৩২৫ নং পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত দুইটি হাদিস শরীফের একটিতে "اَحْدَثَ"(আহদাছা) ও অপরটিতে" مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । "اَحْدَثَ "(আহদাছা) ক্রিয়াবাচক শব্দটি "مَفْعُوْلٌ " (মাফউ'লুন >কর্ম) শব্দে রূপান্তরিত হয়ে "مُحْدَثَةٌ"(মুহদাছাতুন)শব্দে পরিণত হয়েছে । "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দটির অর্থ হচ্ছে "নতুন কিছু সংযোজন করল বা সংযোগ করল" এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দটির অর্থ হচ্ছে "নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু" ।"اَحْدَثَ"(আহদাছা) ক্রিয়াবাচক শব্দটি এর مَصْدَرٌ (মাসদার>উৎস মূল) "اِحْدَاثٌ"(ইহদাছুন) থেকে গৃহীত। এখন " إِحْدَاثٌ " (ইহদাছুন) শব্দটির বিশ্লেষণমূলক অর্থ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ।

(ক) " إِحْدَاثٌ " (ইহদাছুন) শব্দটি হচ্ছে একটি আরবী শব্দ । এটা আরবী ব্যকরনের إِفْعَالٌ (ইফআ'লুন) মাসদারের ওজনে গঠিত। এর ব্যবহার বিধি দুই প্রকার ।

(১) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে " فِى " হরফু জার যোগবিহীন পরবর্তী শব্দকে "مَفْعُوْلٌ"(মাফউল) তথা কর্ম করে । (২) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে " فِى " হরফু জার যোগে পরবর্তী শব্দকে "ظَرْفٌ" (জরফ) তথা আধার করে ।

(১) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে " فِى " হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় " إِحْدَاثٌ " শব্দের অর্থ হচ্ছে **সৃষ্টি**

[1] (পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)

করা, সঙ্ঘটিত করা, ঘটানো ও আবিস্কার করা, নতুন কোন উপায় উদ্ভাবন করা ইত্যাদি ।
(২) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগ করা অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থ হচ্ছে **"নতুন কিছু সংযোগ করা "**।
(১) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের উদাহরন পবিত্র কুরআনের সুরা আত-তালাক, আয়াত নং-১ এর খন্ড অংশ থেকে নিতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন—— **(1) سُوْرَةُ الطَّلَاقِ ـ الْأَيَةُ " لَعَلَّ اللهَ يُحْدِاثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا "** (অর্থঃ-হয়ত আল্লাহ উহার পর (এই তালাকের পর)কোন নতুন উপায় করে দেবেন,সুরা তালাক, আয়াত নং-০১) এবং হাদিস শরীফের দুটি বাক্য থেকে নিতে হবে, হাদিস শরীফ নং-৩২০৫,আল-মু'জামুল আওসাত>>>>>
" لَا يُحْدِثُ وُضُوْءًا " (অর্থঃ-তিনি নতুন করে ওজু করতেন না + হাদিস শরীফ নং-১৩৫৩৮, মুসনাদু আহমাদ শরীফ>>>**و كَانَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَافَحَةَ** (অর্থঃ-তারাই প্রথম মুসাফাহা নতুন সৃষ্টি করেছিল।
(২) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগ করা অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের উদাহরন মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৬২ এর খন্ড বাক্যাংশ থেকে নিতে হবে । যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ—-- **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَفِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَجَدْتُ فِى نَفْسِيْ فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي إِذَ كُنْتُ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ رَدَدْتَ عَلَيَّ قَالَ: فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحْدِثُ فِى أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ، (3962)**
অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নামাজে সালাম দিতাম, তিনিও আমাকে সালামের উত্তর দিতেন, একদিন এমন হল যে, আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমাকে সালামের উত্তর দিলেন না,এতে আমি আমার অন্তরে কিছু অনভিব করলাম, যখন তিনি নামাজ থেকে অবসর হলেন আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমি যখন আপনাকে (অতীতে)সালাম দিতাম তখন আপনি আমাকে সালামের উত্তর দিতেন,(আজকে তো আপনি আমাকে সালামের উত্তর দেননি)তিনি(হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু)বললেন: তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন,**"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর আদেশে যতটুকু চান নতুন কিছু সংযোগ করেন"**। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৬২ ।

উপরে **(১) " إِحْدَاثٌ "** শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের উদাহরনে পবিত্র কুরআনের আয়াত- **(1) - سُوْرَةُ الطَّلَاقِ ـ الْأَيَةُ " لَعَلَّ اللهَ يُحْدِاثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا "** ও হাদিস শরীফের একটি বাক্য **" لَا يُحْدِثُ وُضُوْءًا "** **এ ব্যবহৃত " يُحْدِاثُ "** শব্দে **" فِى "** হরফু জার যোগ করা হয়নি । তখন এর অর্থ হয়েছে " কোন নতুন উপায় করা ও নতুন করা"।
(২) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগ করা অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের উদাহরনে হাদিস শরীফের বাণী **"يُحْدِثُ فِى أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ "** এ ব্যবহৃত **" يُحْدِثُ "** শব্দে **" فِى "** হরফু জার যোগ করা হয়েছে । তখন তখন এর অর্থ হয়েছে **" কোন নতুন কিছু সংযোগ করা "**। **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের সাথে শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় এবং **" فِى "** হরফু জার যোগ অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের পার্থক্যটি এখানে বুঝানো হল ।

কাশফুল মুবহাম গ্রন্থে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর সূচীঃ

লেখক পবিচিতি (ভুমিকা- পৃষ্ঠা নং-১)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গ- পৃষ্ঠা নং-১১

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় " " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ " ও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীসমূহ" এবং "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) প্রসঙ্গের উপর আনুষঙ্গিক বিস্তারিত আলোচনা ----------পৃষ্ঠা নং-১

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী এবং أَرْذَلُ "الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর মুসলিম জাতির মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানঃ ----------পৃষ্ঠা নং- ১৭

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী সম্পর্কীয় সূচীপত্র

(১নং). "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞা এবং সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনাঃ----------পৃষ্ঠা নং-১৯
(২নং). أَلْحِجَابُ (হিজাব)বা পর্দা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও أَلْحِجَابُ (হিজাব)বা পর্দার ফরজ হওয়ার প্রেক্ষাপট---------- পৃষ্ঠা নং- ৩৮
(৩নং) أَلْحِجَابُ (হিজাব)বা পর্দার ও أَلسِتْرُ (সিতর)বা ঢেকে রাখার প্রকৃত বিধানঃ-----পৃষ্ঠা নং-৪১
(৪নং). بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পদ্ধতিঃ-------পৃষ্ঠা নং- ৪৬

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসম্পর্কীয় বিস্তারিত সূচীপত্র

(১নং). "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞাঃ----------পৃষ্ঠা নং- ৬১
(২) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ) সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনাঃ----------পৃষ্ঠা নং-৯৭
(৩নং). "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" কিভাবে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে তার পদ্ধতিঃ----------পৃষ্ঠা নং-১১৮

(৪নং). বর্তমান কালের"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনির) সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের কতগুলো চিহ্ন ও গুণাবলীঃ ----------পৃষ্ঠা নং- ১২৩
(৫নং).মুমিন-মুসলিম হওয়ার সার্টিফিকেট বা সনদ এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদঃ- ----------পৃষ্ঠা নং- ১২৬
(৬নং). "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ অর্জন করার পদ্ধতিঃ----------পৃষ্ঠা নং- ১২৯

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলসম্পর্কীয় বিস্তারিত সূচীপত্র

مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (মা'রিফাতু আহলিচ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত): আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত এর পরিচয় সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা :-------- পৃষ্ঠা নং-১৩২
(১নং). أَهْلِ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة (আহলুসসুন্নাহ ওআল- জামাআ'ত): আহলুসসুন্নাহ ওআল -জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ :---------- পৃষ্ঠা নং-১৩৮
(২নং). مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির পরিচয় সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা: ----------পৃষ্ঠা নং-১৫১
(৩নং). " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর ব্যাখ্যা- ----------পৃষ্ঠা নং- ১৬২
(৪নং). الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামেদলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনাঃ -পৃষ্ঠা নং---------- ১৬৯
(৫নং). "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআ'ত)নামে দল ত্যাগকারীর করুন ও অশুভ পরিণতি এবং অবস্থাঃ ----------পৃষ্ঠা নং-১৭২
(৬নং).الجماعة (আল-জামাআ'ত) নামে তথা أهل السنة و الجماعة (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে নাম না রাখার, নাম ধারন না করার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনাঃ----==--------পৃষ্ঠা নং-১৮৬
(৭নং). لزوم أهل السنة و الجماعة والاعتصام সম্পর্কে আলোচনাঃ----------পৃষ্ঠা নং-১৯৪
(৮নং). "الْجَمَاعَةُ"(আল-আল-জামাআ'ত)তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেনঃ ----------পৃষ্ঠা নং- ১৯৮
(৯নং). ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য এবং " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটঃপৃষ্ঠা নং-২০১
(১০নং). "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথাأَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি পালন করার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ----------পৃষ্ঠা নং-২০৯

০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের বিস্তারিত সূচীপত্র
***আলেম-উলামাদের মধ্যে মতবিরোধের কারন সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনা> পৃষ্ঠা নং২১২

(১নং) মতবিরোধের কারণ> সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত) نِصَا بٌ /নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম হওয়াঃ----------পৃষ্ঠা নং-২১৫
(২নং) >> (اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যতা >> اَلنَّزَاعُ তথামতবিরোধ----------পৃষ্ঠা নং-২১৭
(৩নং)>> (اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণা>> قِيَاسِ তথা তুলনা বা অনুমান: ----------পৃষ্ঠা নং-২২০
(২নং) মতবিরোধের কারণ> মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকাঃ -----পৃষ্ঠা নং- ২২১
(৩নং) মতবিরোধের কারণ> মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা: সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা : ----------পৃষ্ঠা নং- ২২২
(৪নং) মতবিরোধের কারণ>আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণকে(اِحْسَا نِ ইহসান)তথা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন না করা----------পৃষ্ঠানং-২৪৩
(৫নং) কবর ও মাযার যিয়ারত প্রসঙ্গ : ----------পৃষ্ঠা নং-২৪৬
(৬নং)মতবিরোধের কারণ> "মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্পর্কে অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি আইনগত নাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা: ---পৃষ্ঠা নং-২৫৯
(৭নং) জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার মূলনীতিঃ ----------পৃষ্ঠা নং- ২৭৬
(৮নং) হালাল ও হারাম নির্ধারণের নীতিমালাঃ ----------পৃষ্ঠা নং- ২৮১
(৯নং) মতবিরোধের কারণ>" بِدْعَة"(বিদআ'তুন)শব্দটির শাব্দিক অর্থ , পাবিভাষিক ও শরীয়তী অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা: সম্পর্কে আলোচনা :--- ----------পৃষ্ঠা নং-২৮৭

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিলবিষয়গুলোর বিস্তারিত সূচীপত্র

(ক) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা: ----------পৃষ্ঠানং-২৮৮
(খ) "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" (" ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ঃ----------পৃষ্ঠানং-২৯০
(গ) প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের তাবেইন এবং তাবে'-তাবেই'নদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ-পৃষ্ঠা-নং-২৯৮
(ঘ) বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِ- আল ফিকহী জীবন গঠন পদ্ধতিঃ--------পৃষ্ঠা নং-৩০৬
(১নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়>> اَلْبِدْعَةُ (আল-বিদআ'তু) তথা ("ইসলাম ধর্মে) নতুন কিছু সংযোগ বা সংযোজন>>" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ-------পৃষ্ঠা নং-৩১২
(১নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয় এর আওতাধীন "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভূক্ত----------

"بِدْعَةٌ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ----------পৃষ্ঠা নং-৩২৪
নিম্নে বর্ণিত (ক,খ,গ,ঘ) বর্ণমালায় ক্রমিকসম্বলিত চারটি (০৪টি) পদ্ধতিতে বিস্তারিত আলোচনা:

(ক) "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْاِيْجَازُ" (আল ইজায্) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং "اَلْاِطْنَابُ" (আল ইতনাবু)

তথা “প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ” পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে<>
(খ) "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী’) এর অন্তর্ভূক্ত "التَّوْرِيَةُ " (আত্ তাওরিয়্যাতু) তথা “দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ” ব্যবহারের মাধ্যমে<>
(গ) ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভূক্ত চতুর্থ আইনগত নাম “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)ব্যবহারের মাধ্যমে<>
(ঘ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার " جَوَامِعُ الْكَلِمِ" (”জাওয়ামিউল কালিম”) তথা “ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যবলী” পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে<>বিস্তারিত আলোচনা।

(**) "اَلْبِدْعَةُ"শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ----------পৃষ্ঠা নং-৩৩০
(২নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা “অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”----------পৃষ্ঠা নং- ৩৪১
(৩নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাঃ --পৃষ্ঠা নং- ৩৫৪
(৪নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম নিয়ম” ----------পৃষ্ঠা নং-৩৭৩
(৫নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দুআ’-মুনাজাত) তথা “প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ” ----------পৃষ্ঠা-নং-৩৯০
(৬নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দোয়া-মুনাজাতে) “ وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা “মাধ্যম” অবলম্বন করাঃ----------পৃষ্ঠা নং-৪০৯
(৭)গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়> وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত “আলিম”সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ।---------- পৃষ্ঠা--নং-৪১৮
(৮) গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়> আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রসঙ্গ । ----------পৃষ্ঠা-নং-৪৩৩
(৯নং)পরিশিষ্ট> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ । ----------পৃষ্ঠা নং- ৪৭৯
(১০নং) উপসংহার> اَلتَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও اَلْإِسْتِغْفَارُ(ইস্তিগফার)তথা ক্ষমা প্রার্থনা এবং ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি)তথা আল্লাহর স্মরণ প্রসঙ্গ >>-- ----------পৃষ্ঠা নং- ৫২৪

আমি এ গ্রন্থে

(১) সর্ব প্রথম ৯নং পৃষ্ঠাতে উপস্থাপিত মতবিরোধের কারণসমূহের ব্যাখ্যা করব ।
(২) তারপর ৯ ও ১০নং পৃষ্ঠাতে উপস্থাপিত জটিল বিষয়গুলোর ক্রমিক অনুসারে সমাধান পদ্ধতি বর্ণনা করব (পৃষ্ঠা নং-১৬৭ দেখুন) ।
(৩) সর্বশেষে ৯ ও ১০নং পৃষ্ঠাতে উপস্থাপিত জটিল বিষয়গুলোর ইসলামিক সঠিক সমাধানের ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহু তাআ’লা।